9 781304 896827

উত্তরপূর্বের লোকসাহিত্যে শিশু-মনস্তত্ত্ব ● সম্পাদনা ● ড° শংকর কর

উত্তরপূর্বের লোকসাহিত্যে শিশু-মনস্তত্ত্ব

(ত্রিভাষিক প্রবন্ধ সংকলন)

সম্পাদনা

ড° শংকর কর

ENGLISH SECTION

Child's Psychology in Folk Literature ২১৯ Haobam Nanikumar Singha

Children Literature and Psychology with special reference to Bodo Children Literature ২৩৬ Indira Boro

Child Psychology in the Folktales of Tripura ২৪১ Bhaskar Roy Barman

Thakumar Jhuli : A Study on Thematic Diversity of the Bengali Folk Tales concerning Child Psychology ২৫১ Silpi Maitra

Re-evaluation of Mising Folksongs as a Traditional Lore : Psychological effect on child development. ২৫৭ Dermee Pegu

লেখক-পরিচিতি ২৬৪

অন্তরাল-কথন

'শিশু-মনস্তত্ত্ব'-- সাম্প্রতিক কালে একটি বহুল চর্চিত বিষয়। শুধু চর্চার নয়, বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে মনোবিজ্ঞানী, তাত্ত্বিক, পন্ডিত ও গবেষক মহলেও। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ নিয়ে চলেছে নানা ভাবনা-চিন্তা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। সময় ও পরিসরের প্রতি লক্ষ রেখে সম্ভাব্য ইতিবাচক দিকও উন্মোচন হয়ে চলেছে নিত্যনতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে। আজকের শিশু ভবিষ্যতের একজন সুস্থ নাগরিক তথা প্রকৃত ও সার্থক ব্যক্তিত্বে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে পদ্ধতিগত নানা পরিকল্পনা লক্ষিত হচ্ছে যেমন, তেমনি একে বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টাও চলেছে নিরন্তর। বস্তুত, একটি দেশের উন্নত ভিত গড়ে ওঠার মূলে শিশুরাই প্রধান কারিগর। ভাবীকালে এরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে। যার প্রভাব বিস্তার উন্নীত হয় একসময় আন্তর্জাতিক পরিসরে। সুতরাং এর সাথে জড়িত হয়ে আছে পারিবারিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সুস্থ ও সুশৃঙ্খল পরিমন্ডল। বিশেষ করে আজকের যুগে গণতান্ত্রিক দেশে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দেশকে অস্থিরতামুক্ত করে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও সঠিক দিশায় পরিচালনার গুরুদায়িত্ব এদের ওপরই বর্তায়। এ ছাড়াও রাষ্ট্রীয় ঐক্য, সংবিধানের প্রতি আনুগত্য, আঞ্চলিক, রাষ্ট্রিক তথা আন্তর্জাতিক স্তরে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও ভাববিনিময়, বহুভাষিক দেশে আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস, পরস্পর পরস্পরের প্রতি সৌজন্যবোধ ও সম্মান প্রদর্শন, দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি নিষ্ঠাভাব-- এসবের মূল চালিকা শক্তি প্রতিটি পরিবারে জন্মলাভ করা ফুটফুটে শিশুরা। ভবিষ্যতের 'হয়ে ওঠা' একেকজন সুস্থ, দক্ষ, জ্ঞানী, দায়িত্ব প্রাপ্ত, বিবেক ও নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন নাগরিক এরাই। তবে এসবের মূল আধার উপযুক্ত পরিবেশ। এই পরিবেশগত কারণের ওপর একটি শিশুর জীবন বহুলাংশে নির্ভরশীল। একথা স্বীকার্য যে, সুস্থ পরিবেশ যেমন শিশুর জীবনগঠনে সুন্দর, উন্নত ও মহীয়ান হয়ে ওঠে, আবার বিঘ্নিত পরিবেশে শিশুর জীবনে নেমে আসে নেতিবাচক দিক। উন্নত সমাজব্যবস্থাই একটি শিশুর উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে বহুল পরিমাণে দায়ী। এত কিছু বলার পরেও একথা অনস্বীকার্য যে, এবং যা সর্বজন স্বীকৃত ও চিরন্তন সত্য-- তা হল, শিশুটির পারিবারিক পরিবেশ। পরিবারই তার সমস্ত কিছুর মূল কেন্দ্রবিন্দু। একমাত্র পারিবারিক বাতাবরণই শিশুর ভাগ্য নির্ণায়ক। প্রকৃতপক্ষে, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিও ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয়। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরও ব্যতিক্রম দেখা যায়। তবে সামাজিক পরিবেশ ও দায়বদ্ধতাও কোনো অংশেই উপেক্ষণীয় নয়।

সূচিপত্র

শিশু-কিশোরদের রম্যপ্রবাদ ১ আবিদ রাজা মজুমদার

বরাক উপত্যকার লৌকিক ছড়ায় শিশু ও কিশোর ৬ রমাকান্ত দাস

ত্রিপুরার বাংলা লোকসাহিত্যে শিশুমন বা মনস্তত্ত্ব ১৪ রঞ্জিত দে

বরাক উপত্যকার সমাজজীবনে প্রচলিত ধাঁধা : এক বিশ্লেষণী পাঠ ৩৩ অজিত কুমার সিংহ

শিশুচিত্তে লোকায়ত প্রভাব ও আধুনিক জীবনশৈলী : একটি সমীক্ষা ৩৯ বানব্রত আদিত্য

প্রচলিত খেলাধুলা : শিশু-মনস্তত্ত্ব ও সমাজবোধ ৫৪ তনুশ্রী ঘোষ

বরাক উপত্যকার লোককথা : মনস্তাত্ত্বিক অন্বেষণ ৬৩ সূর্যসেন দেব

বরাক উপত্যকার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি মৌখিক সাহিত্যে শিশু-মনস্তত্ত্ব ৭৫ বুবুল শর্মা

ত্রিপুরার আদিবাসী লোককথায় শিশু-মনস্তত্ত্ব ৮৯ মলয় দেব

রাভা-লোককথা ১০৬ সুশীল কুমার রাভা

চাকমা ছড়ায় শিশু-মনস্তত্ত্ব ১২২ পদ্ম কুমারী চাকমা

রাজবংশী লোকসাহিত্যে প্রতিফলিত শিশু-মন ১৪৩ পবিত্র রায়

ককবরক ছড়া ও শিশু-মনস্তত্ত্ব ১৫২ রতন দেববর্মা

শিশু-মনস্তত্ত্বের নিরিখে বরাক উপত্যকার চা-জনগোষ্ঠীর কয়েকটি ছড়া ও বাংলা ছড়ার একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ ১৫৭ সন্তোষ আকুড়া

অসমিয়া বিভাগ

নিচুকনি গীতত শিশু মনস্তত্ত্ব ১৭৪ ৰেণু হাজৰিকা

অসমীয়া লোকসাহিত্যত শিশু মনস্তত্ত্ব : এটি পৰ্যালোচনা ১৮৭ কল্পনা বৈশ্য

অৰণ্য আৰু মিচিং সমাজ ২০৮ পবিত্ৰ কুমাৰ পেগু

অসমীয়া লোক সাহিত্যত শিশু মনস্তত্ত্ব ২১৪ চন্দামিতা দাস

চতুষ্পার্শে নানা জাতের কীটপতঙ্গ ও ফড়িং উড়ে বেড়াতে লাগল। পাখিরূপী নিলং বিরক্ত হয়ে একটা ফড়িংকে টুক করে ধরে গিলে ফেলল। যেই ফড়িংকে ধরে খেয়ে ফেলল, অমনি নিলং ময়ূর হয়ে গেল। যেহেতু নীলঙের দেহটা আধপোড়া হয়ে কাঠকয়লার মতো দেখতে হয়েছিল, সেহেতু ময়ূররূপী নীলঙের গায়ের রং কালচে নীলাভ হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ার পর মেনাও স্বর্গ থেকে মানুষের জীবন নিয়ে ফিরে এসে দেখল, নিলং তার কথা উপেক্ষা করে ফড়িং ধরে খেয়ে ময়ূর হয়ে গেছে। নিলঙের এই অবস্থা দেখে মেনাও রেগেমেগে বলল, যাও আজ থেকে তোমার সাথে আমার সম্পর্ক শেষ। তুমি ময়ূর হয়ে মর্ত্যে থাকো, আমি চললাম স্বর্গে। এই কথা শুনে নিলং আকুল হয়ে কাঁদতে শুরু করল। বলল, মেনাওহু তুমি আমাকে ছেড়ে যেওনা, আমাকেও সঙ্গে নাও। মেনাও নিলঙের কাতর আবেদন শুনে বলল, এটা আর এ জন্মে সম্ভব নয়। তবে তোমার আমার দেখা হবে মেঘের আড়াল থেকে। আকাশে যখনই মেঘ জমবে, তখনই আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবে। এই বলে মেনাও স্বর্গের পথে রওয়ানা দিল। এদিকে হলং মেনাওকে খুঁজতে খুঁজতে নদীর কিনারে এসে হাজির হল। হলং দেখতে পেল, মেনাও তাকে ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে চলে যাচ্ছে। তা দেখে হলং রেগেমেগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলল, মেনাওহু দাঁড়াও আমাকে ছেড়ে কোথায় যাচ্ছ? আমি তোমাকে বৌ করব। মেনাও হলঙের কথা শুনে তিরস্কার করে বলল, "আমাকে বৌ হিসাবে তো পাবি না, এই দেখ মোর পাছাটা।" এই বলে শাড়ি তুলে হলংকে পাছা দেখিয়ে লজ্জা দিয়ে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। হলং মেনাও-এর এইরূপ বিদ্রুপ দেখে রেগে হুম হুম গর্জন করে ধরতে গেল। কিন্তু মেনাও বারবার শাড়ি তুলে ঈষৎ পাছার অংশ দেখিয়ে লজ্জা দিয়ে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। আর হলং রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে হুঙ্কার দিয়ে মেনাওকে ধরতে যায়। কিন্তু মেনাওকে ধরতে না পেরে পাথর ছুঁড়ে মারে। ফলে সেই পাথর বজ্র হয়ে মর্ত্যলোকে নেমে আসে। আর মেনাও যখনই শাড়ি ঘুড়িয়ে পাছা দেখাতে যায়, তখনই শাড়ির আঁচলটি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। আমরা সেটাকেই বিদ্যুৎ চমকানো বলে থাকি। আর বিদ্যুৎ চমকালেই ময়ূর নেচে ওঠে। কারণ বিদ্যুৎ চমকালেই নিলং তার স্ত্রীকে দেখা পায় আর 'মেনাও মেনাও' বলে ডাকে। আজও আকাশে মেঘ জমা দেখলেই ময়ূর নাচতে শুরু করে। আর বৃষ্টি হলেই ময়ূর 'মেনাও মেনাও' বলে ডাকে। এখনও বনাঞ্চলগুলিতে কান পাতলেই শোনা যায়, ময়ূর যেন ঠিক মেনাওকেই ডাকছে। সেই ডাক শুনলে আজও মনে হবে আমরা যেন সেই ঐশ্বরিক যুগেই বাস করছি। যার কোনো নেই কৃত্রিমতা, নেই কোনো জটিলতা। ফলে 'লোককথা' বা লোকসাহিত্য শিশুমননের জটিল সমস্যা দূর করতে প্রাকৃতিক উপাদান হতে পারে।

শিশু-মনস্তত্ত্বের নিরিখে বরাক উপত্যকার চা-জনগোষ্ঠীর কয়েকটি ছড়া ও বাংলা ছড়ার একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সন্তোষ আকুড়া

আবার ওগো শিশুর সাথি
শিশুর ভুবন দাও গো পাতি....
('শিশুর জীবন', শিশু ভোলানাথ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

শিশুর জগতের প্রতি আন্তরিকতা আমাদের সবারই বর্তমান। 'আনন্দময়' এই জগৎ তাই আমাদের প্রত্যেকেরই কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিষয়। সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেমন বলেছিলেন--- 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুর অন্তরে', ঠিক তেমনিভাবে উল্টো করেও বলা যেতে পারে যে--- 'নিভৃতে জেগে আছে শিশুসত্তা সকল প্রাপ্তবয়স্কের অন্তরেও'। শিশু-মনস্তত্ত্বের সন্ধান একটি বিজ্ঞানসম্মত বিষয় এবং এ ব্যাপারে B.Ed বা D.EL.Ed কোর্সগুলিতে বা 'Education Department'- এ আলোচিত বিষয়গুলিতে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে; তবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই শিশুপ্রকৃতির বা শিশু-মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধান একটি 'রোমাঞ্চকর' বলা ভালো, অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিষয়। গল্প, কবিতা, নাটক, কথাসাহিত্য আদিতে শিশু-মনস্তত্ত্বের আবিষ্কার প্রায়ই উদ্‌ঘাটিত হয়ে থাকে এবং সেক্ষেত্রে লোকসাহিত্যও পিছপা হয়নি। লোককে নিয়ে, লোকের দ্বারা সৃষ্ট, লোকের জন্য নির্মিত এই লোকসাহিত্যগুলির আনাচে-কানাচে এভাবে ঘুরে বেড়ানো অজস্র উপাদানগুলি রয়েছে, যেখানে আমরা শিশু-মনস্তত্ত্বের প্রেক্ষিতটুকুকে আবিষ্কৃত হতে দেখি। কেননা আমরা জানি, শিশুর জগৎ-ই হল সহজ চোখে সহজকে দেখার জগৎ। এই 'সহজ মানসজগৎ' সন্ধানের পথে সাম্প্রতিক পরিবেশ এক 'ভিন্নরূপ' ধারণ করে---কোরোনা (Covid-19)-রূপ মহামারির দাপটে। এই কোরোনা (Covid-19) আজ সমগ্র বিশ্ববাসীকে যেন একটি জনগোষ্ঠীতে পরিণত করেছে। কেননা আজ বিশ্বের সকল মানুষ-ই একই রূপ নিয়ম-নীতি পালন করে চলেছে এই মহামারির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য।

একথা সত্য যে আমাদের দেহে চিন্তা-চেতনা, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আকাঙ্খা, বোধি-বিচার ইত্যাদি ভাবগুলি সৃষ্টির পিছনে মূলত সতত ক্রিয়াশীল অঙ্গ বা উপাদান বা প্রক্রিয়াই হল আমাদের মন। শিশুবয়সের বা আমাদের মনে লুকিয়ে থাকা সেই শিশুমনের অভিপ্রকাশ-ই মূলত রূপলাভ করে কবিতায় বা ছড়া, ধাঁধা, গীত, প্রবাদ-প্রবচন আদিরূপে। কারণ আমরা জানি মনোভূমিতে কর্ষণ না হলে মানব সংস্কৃতি হয়তো গড়ে উঠত না।

তাই প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক যে-কোনো বিষয়ে আমাদের মন আকর্ষিত হতে বাধ্য। মনোভূমিতে কর্ষণ করে বলেইতো লোকউপাদানগুলি ভাবের গভীরতায় সীমার গন্ডি, আঞ্চলিক গন্ডি আদি অতিক্রম করে প্রত্যেক লোকসমাজে পৃথক পৃথক অবয়বে রূপলাভ করে। যদিও কাঠামো কিংবা ভাষার বদল পরিলক্ষিত হয় তথাপি ভাবগুলি সর্বত্র কিন্তু একই রূপে অভিব্যক্ত হতে দেখা যায়। এ যেন একই ব্যক্তির অসংখ্য নামের সমতুল (১০৮ নামের মতো)। কেউ বলছে 'ছড়া' তো কারও কাছে 'লোরি'।

লৌকিক ছড়াগুলির মধ্যে শিশু-মনস্তত্ত্বের স্বরূপ অনুসন্ধান আমার লেখনীর মূল অভিপ্রায় তবে এক্ষেত্রে আমরা বরাক উপত্যকার চা-জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত 'ছড়া' (কয়েকটি বিশেষ প্রকৃতির ছড়া নিয়ে এখানে অনুসন্ধানের প্রয়াস করা হয়েছে) ও বাংলা (আঞ্চলিক বাংলা) ছড়ার একটি তুলনামূলক আলোচনা উত্থাপনের মাধ্যমে এ জনগোষ্ঠীর মানসিক অবস্থান, চিন্তা-চেতনার বাস্তবিক রূপরেখা নিরূপণেরও একপ্রকার প্রয়াস করেছি। ''উত্তর-পূর্বের বাংলা লোকসাহিত্যে শিশু-মনস্তত্ত্ব'' শীর্ষক সংকলনে উত্তর-পূর্বের বিশেষত বরাক উপত্যকার একটি বিশিষ্ট জনগোষ্ঠী চা-জনগোষ্ঠীর লোকসাহিত্য বিশেষত ছড়া যে বিশেষভাবে আলোচনার অবকাশ রাখে একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ জনগোষ্ঠীর মেজাজ ও মনোবীজগুলি ছড়ার মধ্যে কীভাবে রূপলাভ করেছে? শিশু-মনস্তত্ত্বের অভিপ্রকাশ কীভাবে ঘটেছে এবং বাংলা ছড়ার সাথে তা কতখানি সম্পৃক্ত ও কতখানি আলাদা, তা খুঁজে বের করারও একটি প্রয়াস এখানে করা হয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য আসামের একটি প্রদেশ অঞ্চল বরাক উপত্যকা। এখানকার বহুল প্রচলিত ভাষা মূলত বাংলা (বাংলার আঞ্চলিকরূপ সিলেটি) হলেও এর পাশাপাশি বহু জনগোষ্ঠীর লোকদের বাস রয়েছে এখানে। তাই একটি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতা এখানকার জনজীবনে পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। এ অঞ্চলকে অনেকে 'Anthropological Garden' অর্থাৎ 'নৃতত্ত্বের উদ্যান' বলেও আখ্যায়িত করেছেন। কারণ এখানে বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে বাঙালি, ডিমাসা, মণিপুরি (মিতৈই), বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি, নাগা, মিজো, খাসি, অসমিয়া, কুকি, রিয়াং, রাজস্থানী, তামিল, মাদ্রাজি-সহ বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ।[১] কাজেই বরাক উপত্যকার লোকসাহিত্য নিয়ে আলোচনা কখনোই অন্যান্য জনগোষ্ঠীদের বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ হতে পারে না।

বরাক উপত্যকার প্রায় ২৩৭টি[২] (মূল বাগান ও ফাঁড়ি চা-বাগান মিলিয়ে) চা-বাগানে প্রায় ১৫০টিরও[৩] অধিক পদবিধারী লোকেরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে চা-জনজাতি নাম নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে এবং পাশাপাশি উদ্‌যাপন করে চলেছে নিজেদের কৃষ্টি সমূহ।

ছড়ার মধ্যে যেহেতু শিশু-মনস্তত্ত্বের বিষয়টি অধিক মাত্রায় ধরা দেয় তাই এই

জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি বিশেষ প্রকৃতির ছড়াকে আমার আলোচনার উপাদান করে অগ্রসর হওয়ার প্রয়াস করেছি। পৃথক পৃথক জনজীবন অনুযায়ী মানুষের চিন্তা-চেতনা পৃথক পৃথক হয়ে থাকে এবং লোক-উপাদানগুলিতে আমরা তা পরিলক্ষিত হতে দেখি। বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর উপাদান বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনাকেই প্রতিফলিত করে এবং এক্ষেত্রে কোনো একটি অঞ্চলের মূল স্রোতের সাথে সেই জনজাতির পৃথকতাকেও আমরা সহজেই আবিষ্কার করতে পারি। ঘুমপাড়ানি ছড়া, খেলাধুলা সংক্রান্ত ছড়া, ব্রতের ছড়া, ঝাড়ফুঁক আদির ছড়া বা 'মন্ত্র' আদিতে বিষয়বস্তু মূলত এক হলেও কাঠামো কিন্তু আলাদা আলাদা রূপেই সাধারণত পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। আবার আমরা এ-ও জানি যে ছেলেখেলার ছড়ার প্রকৃতি ও ঘুমপাড়ানি ছড়ার প্রকৃতির মধ্যেও মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। পার্থক্য শুধুমাত্র ভাব বা অর্থগত নয়, বাহ্যিক দিক থেকেও এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা ছেলেখেলার ছড়া শিশুদের দ্বারা আবৃত্তি হওয়ার জন্য--- এটি কেবল অকারণ বা বলা ভালো, অর্থহীন আনন্দলাভের এক প্রয়াস মাত্র; আর ঘুমপাড়ানি ছড়া পরিণত বয়স্কা-- 'মা', 'ঠাম্মা', 'দিম্মা' কিংবা কোনো ধাত্রীর (হতে পারে দিদি বা দাদা---মা, বাবা কাজে যাওয়ার পর ছেলে ভুলানোর দায়িত্ব যাদের উপর মূলত অর্পিত, তাদের--) কণ্ঠে আবৃত্তি হওয়ার জন্য। এটি অর্থযুক্ত ও ভাবপ্রবণও বটে।

শিশু-মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধান নিঃসন্দেহে একটি আকর্ষণীয় বিষয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষত লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট অংশ 'ছড়া'তে এর একটি যোগান্তকারী রূপ পরিলক্ষিত; যে কারণে ছড়াগুলি সেই পুরোনোকালে সৃষ্ট হয়েও আজও তার মাধুর্য হারায়নি। যেভাবে শিশু চিরন্তন---ছড়াও সেরূপ চিরন্তন।

শিশুবিকাশের স্তরে আমরা শিশুর মেজাজ ও মনোবীজের পরিচয় লাভ করে থাকি। আধুনিক জগৎ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আজকের শিশুর বিকাশের স্তরগুলি বিবেচনার বহুকাল পূর্ব থেকেই কিন্তু শিশুবিকাশের এই ধারা চলে এসেছে। শিশু মনোবিদ জাঁ পিয়াগ্যাটের (১৮৯৬-১৯৮০) মতে, শিশুবিকাশের স্তর চারটি[৪] ---যেগুলি যথাক্রমে : ১. সে. মি. মোটর পর্যায়--- (semi motor stage)--- যা জন্ম থেকে দুই বৎসর সময়কালকে সূচিত করে, ২. প্রি-অপারেশনাল স্তর (pre-operational stage)--- দুই থেকে সাত বছর সময়কালকে সূচিত করে, ৩. কংক্রিট অপারেশনাল স্তর (concrete operational period / stage)– সাত থেকে এগারো বছর সময়কাল ও ৪. ফরমাল অপারেশনাল পিরিয়ড (formal operational period)--- যা এগারো বছর এবং তার ঊর্ধ্বসীমাকে সূচিত করে। আজকের যুগে আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সবকিছুকে বিচার বিশ্লেষণের চেষ্টা করি কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আবিষ্কারের বহুপূর্ব থেকেই যে শিশু-মনস্তত্ত্বের ধারা বিকশিত, আমাদের একথা বিস্মৃত হওয়ার অবকাশ

অতীতের শিশু-মানসিকতাকেই আবিষ্কার নেই। ছড়া সন্ধানের মধ্যদিয়ে আমরা আসলে করার চেষ্টা করি. কেননা আজকের শিশু 'কার্টুন' কিংবা 'টাচ্ মোবাইলে'র প্রতিই গভীরভাবে আসক্ত হতে চলেছে। আজকে মোবাইলে গান শুনিয়ে কি কোনো কিছু ছবি দেখিয়ে অবিরত তাকে (শিশুকে) ভুলানোর চেষ্টা দেখা যায়। কাজেই এখানে শিশুর বিকাশ তথা মনস্তত্ত্বের আর এক অধ্যায় বা বলাভালো, ইতিহাসের প্রগতিকে আমরা দেখতে পাই। বিশ্বায়নের ছোঁয়া থেকে আজ যে গ্রাম্য জনজীবনও ছাড় পেয়েছে একথা আজ বলা সহজসাধ্য নয়; বরং আজকের শিশুদের মধ্যে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে এমনকি শহরাঞ্চলেও (ছয়-সাত বছর বয়সোর্ধ্ব শিশুদের মধ্যে) 'গুটখা', 'শিখর', 'পান-মশলা', মোবাইলে গান শোনা, কখনওবা নীল ছবি দেখা আদির প্রভাব বেশি মাত্রায় পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং এটা সমাজের জন্য এক অশনিসংকেত স্বরূপ। সমাজ-জীবনে প্রচলিত আজকের এই সকল বস্তুগুলির প্রভাব যে একটি ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে যাত্রা করাচ্ছে তা কল্পনা করলেও আমাদের আৎকে উঠতে হয়।

আমাদের উদ্দিষ্ট এই নিবন্ধে আমরা বরাক উপত্যকার চা-জনগোষ্ঠীর কয়েকটি নির্বাচিত ছড়ার সাথে বাংলা ছড়ার একটি তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে শিশু-মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধানকালে আমরা ইতিহাস, শিশুপ্রকৃতি, শিশুর মেজাজ ও মনোবীজ, জনজীবনের চিন্তা-চেতনার পার্থক্য আদির সাথেও সম্যক পরিচয় লাভের চেষ্টা করেছি। কেবলমাত্র ঘুমপাড়ানি ছড়া ও কিছু কিছু খেলাধুলা সংক্রান্ত ছড়ার বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট বিষয় অনুসন্ধানের প্রয়াস হয়েছে এবং এক্ষেত্রে বরাক উপত্যকার চা-জনগোষ্ঠীদের মধ্যে প্রচলিত বাগানীয়া বাংলা[৫] (বাংলার মিশ্রিতরূপ) ও বাগানীয়া হিন্দি অর্থাৎ ভোজপুরি আদি ভাষাতে প্রচলিত লৌকিক উপাদানগুলির সাহায্য বিশেষভাবে নেওয়া হয়েছে।

জন্ম থেকে দুই বছর বয়স পর্যন্ত যে পর্যায়কাল—এই সময় পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শিক্ষণের মধ্যদিয়ে শিশুর বিকাশ হতে শুরু করে এবং এতে শিশু তার চারপাশের পরিবেশ থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে; শিশু জিনিসপত্র স্পর্শ করে, হাতে ধরে, নজর দেয়, শোনে, মুখে দিতে চায়, স্বাদ গ্রহণ করে এবং দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে অনুভূতি গ্রহণ করে। চাঁদকে দেখে সে ধরতে চায় আনন্দ প্রকাশ করে তাই তো সহজ-সরল এই শিশুটিকে ভোলানোর জন্য জননী বা ধাত্রী স্থানীয়া/স্থানীয় জনেরা ছড়া কেটে বলে—

চাঁদ মামা
চাঁদ মামা
আয় আয় আয়
সোনার খুকুর কপালে
টী দিয়ে যাহু

—এই ছড়াটিই আবার বরাক উপত্যকার চা-জনগোষ্ঠীর 'বাংলা' ভাষাভাষী (মিশ্রণজাত বাংলা) লোকেদের মধ্যে বিশেষত ছেলে ভোলানোর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের মুখে হয়েছে—

চাঁন্দ মামা
চাঁন্দ মামা
আয় আয় আয়
হামার নুনুর কপালে
টিক্ দিয়ে যা।

('টিক্' অর্থাৎ 'টিপ্' মেয়েদের কপালে পরিধেয়, লক্ষিত লাল কিংবা রং বেরঙের ফোঁটা ইত্যাদি)

—এখানে 'টিক্' বলতে উপরোক্ত ছড়াটিতে 'টিক্লি', বা 'টিকুলি'কে বোঝানো হয়েছে। চা-জনজাতির ভাষায় 'টিপ'কে অনেক সময় 'টিকুলি' বা টিক্লি বলা হয়ে থাকে। এমর্মে এখানে একটি গানের উল্লেখ আবশ্যক মনে করি যেখানে আমরা 'টিক্লি' বা 'টিকুলি' শব্দের প্রয়োগ দেখতে পাই। এখানকার চা-জনজাতি লোকজীবনে বিয়ের সময়কার একটি বহুল প্রচলিত (বিশেষত বরযাত্রী আসার পর বরপক্ষের দিক থেকে এ গানটি পরিবেশিত হয়) গানে আমরা পাই—

জাগল হি কি শুতল হি
উঠবি কি নাই হো
টিকুলি বিচা'ওয়ে রামা
লিবহি কি নাই হো।।

বিশেষত জন্ম থেকে দুই বছর বয়সি সব শিশুরাই বিভিন্ন অনুভূতি গ্রহণ করে এবং উক্ত ছড়ায় শিশুর সেই অনুভূতি বা বলাভালো, তার স্পর্শ করার, তার চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে এইসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করার বিষয়টিকে লোককবি রূপদান করেছেন নিজের মতো করে; বিশেষত শিশুর ভাবে ভাবিত হয়ে। শিশুর উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে বলা ভালো কপালে চাঁদের মতো উজ্জ্বল নক্ষত্রের ফোঁটা দিলে তা যেমন শিশুর উজ্জ্বলতাকে শতগুণ বাড়িয়ে তুলবে তেমনি দারিদ্রক্লিষ্ট পরিবারে মায়ের মনে কাল্পনিক আনন্দটুকুই শেষকথা হয়ে ওঠে। শিশুকে খাওয়ানোর সময় আমরা দেখি, অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়; শিশু পরিচর্যাকারীদের এমতাবস্থায় শিশুকে আবার নানাভাবে ভোলানোর চেষ্টা করতে হয়। গ্রামাঞ্চলে বিশেষত চা-বাগান অঞ্চলে শিশুকে কারও হাতে দেখাশোনার বা পরিচর্যার ভার দিয়ে মা কিংবা বাবা উভয়েরই কাজের জন্য বেড়িয়ে যেতে হয় বা অন্যত্র

কোথাও যেতে হয়, এমতাবস্থায় শিশুটিকে দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা 'দাদি' অর্থাৎ ঠাম্মা বা কখনও শিশুটির বড়বোন নানা ফন্দিফিকির করে শিশুটিকে ভুলিয়ে যত্ন নেওয়ার বা কখনও খাওয়ানোর চেষ্টা করে—এমনই একপ্রকার ছড়ার একটি রূপ হল—

খা নুনু খা
নুনুর বাপ গেল দূরনদেশে
মা গেল ঝিল্
তু - মাড়ে'ভাতে গিল্।

(সুর করে শিশুটিকে খাওয়ানোর জন্য এভাবে ছড়াটি পরিবেশন করা হয়।)

—শিশুকে খাওয়ানোর সময়কার এই ছড়াটিতে আমরা নানান ছলাকলা ব্যবহার করে শিশুকে ভোলানোর প্রয়াসকে লক্ষ করি। শিশু যখন টলমল পায়ে পায়ে চলতে শেখে হামাগুড়ি দেয়, এইসব অভিজ্ঞতা আরও শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। শিশু এ অবস্থায় পরিবেশ সম্পর্কে ইন্দ্রিয়গতভাবে এবং সক্ষমতার সঙ্গে আবিষ্কারে সচেষ্ট হয় এবং এভাবে দিনের পর দিন তার মা-বাবাকে দিনের বেলা না দেখেই শিশুটি তার মানসিকতাকে তৈরি করে নেয়। উপরোক্ত ছড়ার মাধ্যমে আমরা সেই বিষয়টিকে উপলব্ধি করতে পারি। অনেক সময় আমরা দেখি যে—শিশুটি আবার তার পছন্দের লোকটিকে বা বস্তুটিকে না পেলে অনেক যন্ত্রণা করে এবং সেক্ষেত্রে শিশুর মনের অনুসারী হয়েই লোকমন তাকে ভোলানোর নানান ফন্দিফিকির করে থাকে। উপরোক্ত ছড়াতে আমরা যে 'মাড়'ভাত' প্রসঙ্গের উল্লেখ পাই তাতে গ্রামজীবনের ছবি বিশেষত গ্রাম্য কৃষিজীবী বা চা-কর্মী জনজীবনের বাস্তব ছবিটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। দরিদ্রপরিবারের একটি বাস্তব প্রতিচ্ছবি এই ছড়ার আলোকে আমাদের সামনে ধরা দেয়। দরিদ্রতাপূর্ণ পরিবারে একটি শিশুর অভিজ্ঞতা যে সেভাবেই দৃঢ়মূল হতে থাকে এতে কোনো দ্বিধা নেই। তবে শিশুর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে লোকজীবন যে সদা সচেতন এটাও বলার অপেক্ষা রাখে না। গ্রাম্য পরিবেশে সব সময় পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করানো প্রায়ই অসম্ভব তাই 'নূতন চালের' ভাতের 'মাড়'-এ যে প্রচুর পরিমানে প্রোটিন ভরপুর—এটি যে মাতৃদুগ্ধের মতো—লোকজীবন বিজ্ঞানসম্মত এই দিকটি সম্পর্কে যেন অবগত এবং সেজন্য ছেলের খিদের সময় পুষ্টিকর 'মাড়ভাত' খাওয়ানোর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে; 'মাড়ভাত' শিশুর দেহে পুষ্টির যোগান দিতে পারে। কারণ শৈশবের শক্তিশালী ভিতের উপরই পরবর্তী কৈশোর, বয়ঃসন্ধি, যৌবনের বিকাশ গড়ে ওঠে। এভাবে শিশুকাল থেকে লব্ধ জ্ঞান, অভিজ্ঞতার উপর ভর করে শিশু তার মানসিকতা গড়ে তোলে এবং সেই পরিবেশে বড় হয়ে পরিণত বয়সে কিংবা নিজেও পিতা কিংবা মাতা হয়ে নিজের উত্তরসূরিদেরও এইভাবে গড়ে তুলতে সহায় করে।

লোকজীবনে অনেকসময় দেখা যায় মা-বাবা কাজে বেরোনোর পর উপযুক্ত অভিভাবকের অভাবে শিশুর পরিচর্যা ঠিকমতো হয়ে ওঠে না, গ্রাম্য চা-বাগানের পরিবেশে এরূপ দৃশ্য রীতিমতো আজও পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের ওপর কোলের শিশুর দেখাশোনার ভার অর্পণ করে মা-বাবা যখন কাজের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়ে তখন কোলের শিশুটির পরিচর্যা যে সঠিকভাবে হয়ে ওঠে না, এমনটা স্বাভাবিক এবং এ সমস্ত দিকগুলি লোকশিল্পীর দৃষ্টিতে যে এড়ায়নি, একথা বলা বাহুল্য। লোকউপাদানের বিশিষ্ট অঙ্গ 'ছড়া'তে বিশেষত বরাক উপত্যকার চা-বাগান অঞ্চলে প্রাপ্ত ছেলে ভোলানো একটি ছড়াতে আমরা এর ইঙ্গিত পাই। লোকশিল্পী যখন বলেন—

নুনুর মা গেল আন্দে ধান্দে
নুনুর বাপ গেল ঘুরঘুরার বান্দে
নুনু কাঁন্দে ধা-ধকির বনে।

মা-বাবার অনুপস্থিতিতে ছোটো ছোটো তত্ত্বাবধায়কদের বা অভিভাবকদের পর্যবেক্ষণে থাকা শিশুর এ অবস্থার বাস্তব রূপায়ণ নিঃসন্দেহে মৌলিকত্বের অধিকারী। ছড়াতে বাস্তব রূপের এমন নিখুঁত বর্ণনা সত্যিকার অর্থেই অনবদ্য ও বিরল। বাংলা ছড়াতেও গ্রাম্যজীবনের এমন নিখুঁত বর্ণনা সহজে দেখা যায় না।

কোলের শিশু অনেক সময় নানা তামাশা করে থাকে। খেলা বা 'রোমাঞ্চ' সৃষ্টি করা শিশুর একটি সহজাত প্রকৃতি। 'দুধের বাটি' দেখলে অনেক সময় শিশু নানা ন্যাকামো করে থাকে; এ অবস্থায় শিশুকে আবার বোঝানোর জন্য চলে নানা প্রয়াস। এরূপ পরিস্থিতিতে শিশুকে ভোলানোর জন্য ব্যবহৃত এ-অঞ্চলের চা-বাগানগুলিতে বহুল প্রচলিত একটি হিন্দি ছড়া নিম্নে উদ্ধৃত করা হল—

লাল্লা লাল্লা লোরী
দুধ কী কটোরী
দুধ মে বাতাসা
লাল্লা করে তমাশা।

শিশু যখন অনেক যন্ত্রণা করে তখন তাকে কখনও কখনও ধমক দেওয়া হয়ে থাকে এবং এর ফল স্বরূপ পরিণতি হয় বিষম। শিশুর রাগ এক্ষেত্রে বেড়ে যায়, অনেক সময় ঘণ্টা, আধঘণ্টা সময় ধরে চলে শিশুর রোদন ও জেদ, যা একান্তই শিশুপ্রকৃতির অঙ্গ। এ অবস্থায় আবার চলে শিশুকে ভোলানোর নানা ফন্দিফিকির। ধাত্রী কিংবা জননী পুনরায় শিশুকে ভোলানোর জন্য আশ্রয় নেয় ছড়ার। শিশুর মেজাজ ও মনোবীজকে আকর্ষণ করতে ধাত্রী কিংবা জননী আবৃত্তি করেন—

নুনুকে কে মেরেচে কে ধরেচে—
দুধের গতরে
দুধ লাডু পাকা পান
মুখের ভিতরে।।

কখনও দুধ, কখনও লাডু বা পাকাপান আদি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যদিও বা শিশুকে বোঝানো গেল কিন্তু দুরন্ত শিশু তো সহজে ঘুমোতেও চায় না এবং শিশু ঘুমিয়ে না পড়লে যে অন্যান্য কাজ করাও সহজ হবে না, একথা জননী সহজেই উপলব্ধি করতে পারে তাই শিশুকে ঘুম পাড়ানোর ব্যবস্থা করাও একটি বড় দায়। কেননা শিশুপ্রকৃতি এমনই, যে-কারণে আমরা প্রায়ই শুনে থাকি---'বচ্চে হোনা বচ্চে কা খেল নহী' অর্থাৎ শিশু হওয়া শিশুর খেলা নয়।' বড়রা—শিশু বা বাচ্চাদের মতো 'এনার্জি' কখনও সংগ্রহ করতে পারবে না। এমন অবস্থায় ঘুম পাড়ানোর জন্য স্বভাবতই ভয় দেখান জননী। গ্রামের কোনো কোনো জননীর মুখে তাই কখনও কখনও শোনা যায়—

আয়রে 'হর্‌কাধরা'
আয় আয় আয়—
নুনু হামার ঘুমায় নাই
নুনুর কান কটি।

'হর্‌কাধরা'কে ডেকে শিশুকে ভয় দেখানো হচ্ছে। এখানে একটা ইতিহাসের সাথেও আমরা পরিচিত হতে পারি 'হরকধরা' শব্দটি হয়তো 'হরকরা' শব্দের বিকৃত রূপ বা বলা ভালো, উচ্চারণ বিকৃতি। গ্রামাঞ্চলে একসময় যে 'ডাক হরকরা'দের চিঠিপত্র আদি নিয়ে যেতে দেখা যেত সেই 'ডাকহরকরা'দের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গটি এখানে শিশুকে ভয় দেখানোর প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। 'ডাকহর্‌করা'দের চিঠি বিলি করার কথা ইতিহাস হয়ে যাওয়ার ঘটনা বেশি দিনের পুরোনো নয়। বিজ্ঞান প্রযুক্তির আবিষ্কারের ফলে 'ডাক হর্‌করা'দের অবস্থা আজ অনেকটা ভালো। 'রানারের' মতো আজকের যুগে 'ডাকহর্‌করা'দের আর 'মাভৈঃ মাভৈঃ' বলে ভোর হওয়ার আগে চিঠি পৌঁছে দেওয়ার গভীর দায়িত্ব নিয়ে ছুটে বেড়াতে হয় না। 'ডাকহর্‌করা' তাই আজ হয়ে গেছে ইতিহাস। 'ডাকহর্‌করা'দের চিঠি বিলি করার আমলে সৃষ্ট লোকশিল্পীর কণ্ঠে ধৃত এবং জনমানসে প্রচলিত শিশুকে ভয় দেখানোর এই ছড়াটি একটি বিশেষ সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। 'হর্‌করা' বা 'হর্‌কাধরা'দের (এখানকার চা-জনজীবনের ভাষায়) গ্রাম অঞ্চলের লোকেরা যে একপ্রকার ভীতির চোখেই দেখতেন এবং ছড়ার আলোকে শিশুমনেও যে এরূপ ধারণা পোষণ করে থাকবেন উক্ত ছড়াতে এমন ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া অস্বাভাবিক যে কিছু নয় এমনটা ধারণাও অমূলক নয়। 'ছেলেধরা' লোক, 'ধকর্ কশা', 'যোগীধরা', 'কুচিধরা' ইত্যাদি শব্দগুলি এ অঞ্চলের

গ্রামজীবনে প্রায়ই শোনা যায়; এই শব্দগুলি আসলে লোকজীবনের মনের আতঙ্কের এক প্রতিরূপ এবং এগুলি এখনও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে গ্রামাঞ্চলের জনমনে গ্রন্থিত হয়ে আছে। বিগত কয়েক বছরে এ-সংক্রান্ত অর্থাৎ 'ছেলেধরা' (kidnapper) বিষয়ক নানা বিভ্রান্তি জনমানসে সঞ্চারিত হতে দেখা গেছে। 'ভয়ের' এরূপ প্রজন্মব্যাপী যাত্রা জনজীবনের একটি পৃথক বৈশিষ্ট্যকে সূচিত করে। ভয় দেখিয়ে শিশুকে ঘুম পাড়ানোর এরূপ প্রয়াস আমরা বাংলা ছড়াতেও দেখতে পাই। কোনো এক জননী কিংবা ধাত্রীর কণ্ঠে যখন আমরা শুনতে পাই---

এক্কাবুড়ি দোক্কাবুড়ি
তেক্কাবুড়ির দা
খোকন সোনা ঘুমায় নাকো
তাকে নিয়ে যা।[৬]

—এখানে 'এক্কাবুড়ি', 'দোক্কাবুড়ি' কিংবা 'তেক্কাবুড়ির' প্রসঙ্গ উত্থাপনের মাধ্যমে আধিভৌতিক রূপের মাধ্যমে শিশুকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু উল্লেখ্য 'হর্‌কাধরা'র—'নুনুর কান কাটা'র অনুসঙ্গে বাস্তবিক রূপ উপস্থাপনের মাধ্যমে শিশুকে যেভাবে ভীত করার প্রয়াস হয়েছে এতে এই জনজীবনের মনে কোনো এক অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি যে শঙ্কা বা দ্বিধার রূপটি যেমন প্রকটিত—আধিভৌতিক কোনো কিছুর উল্লেখে যে এখানে পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর রূপ লাভ করতে পারে এমনটা আমরা অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারি।

ঘুমকে অনেকসময় আনয়নেরও নানা প্রয়াস লোকজীবনে দেখা যায়। শিশুর ঘুমকে আহ্বানকারীর মুখে কখনও শোনা যায়—

আয় ঘুম আয় ঘুম দেব পাড়া দিয়া
দেব'র বৌ পান সাজাইছন এলাচ দানা দিয়া।

—সিলেটি ভাষার প্রভাব বা বলাভালো, এখানকার গ্রাম-অঞ্চলে বাবু পরিবারের গৃহবধূদের বা জননী কিংবা ধাত্রীদের ছড়াকাটার অনুকরণ যে এ-জনগোষ্ঠীর লোকজীবনে বিশেষকরে শিশুকে ঘুমপাড়ানোর জন্য অনুকরণে অনুপ্রাণিত করে থাকবে তাতে হয়তো সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

দুই বছর থেকে সাত বছরের স্তরে আমরা শিশুদের বিকাশের যে স্তর লক্ষ করি —শিশু মনোবিদ জাঁ পিয়াগ্যাটের মতে এই স্তর হল—প্রি-অপারেশনাল স্তর (Pre operational Stage)। এই স্তরে বহির্জগতের সঙ্গে আরও বেশি সংযোগের জন্য শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটে। বুদ্ধিবৃদ্ধির ফলে একটি শিশু চিন্তা করতে পারে এবং মানসিক

সে তার প্রয়োজনীয়তার বিকাশ ঘটে। বুদ্ধিবৃত্তির ফলে একটি শিশু চিন্তা করতে পারে এবং উন্নততর হয়ে কথা জানাতে শেখে। এ-স্তরে শিশুর অর্জিত জ্ঞান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং শক্তিশালী হয়; তেমনিভাবে সাত থেকে এগারো বছরের 'কংক্রিট অপারেশন্যাল স্তরে' অর্থাৎ বিকাশের এই স্তরে শিশু নিজের উদ্দেশ্য সাধনে তথ্য দেওয়ার মানসিকতা গ্রহণ করে। শিশু যুক্তিনির্ভর হতে শুরু করে। এই সময় তার চিন্তন প্রক্রিয়ারও সূচনা হয়, তাই খেলাধুলা সংক্রান্ত ছড়াগুলিতে আমরা এজাতীয় বুদ্ধিমত্তার প্রসঙ্গেরও উল্লেখ হতে দেখি। 'ফরমাল অপারেশনাল পিরিয়ড' অর্থাৎ এগারো বছর ও তার উর্ধ্বে থাকা শিশুদের মধ্যে আমরা বিমূর্ত চিন্তার প্রকাশ ঘটতে দেখি। এ-বয়সি শিশুরা জাগতিক বস্তু থেকে ভাবজগতের ধারণা করতে সক্ষম হয়। এই বয়সি শিশুদের মধ্যে প্রকৃত ঘটনা ও তথ্যের জ্ঞান, উপলব্ধি, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন আদি ধারণা সংক্রান্ত ছড়াগুলিতে শিশুবয়সের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকৃতির পরিচয় লাভ করা যায়। ছড়াগুলি বিশ্লেষণে এ বিষয়গুলি সহজেই অনুধাবন করতে পারা যায়। খেলাধুলা সংক্রান্ত কয়েকটি ছড়া আলোচনার মাধ্যমে আমরা শিশু-মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে একটি ধারণা লাভ করতে পারি।

আনন্দলাভ প্রত্যেক শিশুরই একটি সহজাত প্রকৃতি। সাত থেকে এগারো বছরের শিশুদের মধ্যে ঠকাঠকির মাধ্যমে আনন্দ-উপভোগের প্রয়াস আমরা প্রায়ই লক্ষ করে থাকি। দুরন্ত 'ফটিকের' মতো এ-বয়সি শিশুরা যে প্রকৃতির কী আস্বাদই না গ্রহণ করতে সক্ষম হয়, কল্পনা করলে আবার সেই সময়ে ফিরে যেতে এখনও ইচ্ছে হয়। পরিণত অবস্থায় পারিপার্শ্বিক চাপ, কর্ম-সংক্রান্ত নানা চিন্তা, পরিবার, প্রেম-ভালোবাসা, আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুধা, চাওয়া-পাওয়া আদি বিষয়গুলি প্রকৃতিজাত আনন্দ উপভোগের পথকে রুদ্ধ করে অনেক সময় উদ্বেগরূপে আমাদের কাছে ধরা দেয়। পুরোনো সেইসব লোক-উপাদানগুলিতে সেই আমেজগুলি যখনই উপলব্ধি করতে পারি, মন তখনই ছুটে চলে সেই ফেলে আসা শৈশবের দিকে। এমনতর হওয়াটাই হয়তো স্বাভাবিক কেননা প্রত্যেকের অন্তরেই যে--- 'এক' শিশু লুকিয়ে আছে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কেউই হয়তো অস্বীকার করতে পারবে না।

শিশুদের মনে কাউকে ঠকিয়ে আনন্দলাভের একটি প্রবণতা থাকে। কোনো না কোনোভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে যে আনন্দলাভ করতে চায়, এমনতর একটি খেলাধুলা সংক্রান্ত ছড়া এ অঞ্চলের চা-জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত গ্রাম্যশিশুদের মধ্যে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। খেলাতে মগ্ন শিশুদের মধ্যে কারও হাতে কিংবা পা'য়ে লেগে গেছে বা চোট পেয়েছে বা বিষাক্ত (শুঁয়াপোকা জাতীয়) কিছু লেগেছে এমতাবস্থায় শিশুদের মধ্যে থাকা দলনেতা বা বয়োজ্যেষ্ঠ বালক বা বালিকাটি ছড়া কেটে আঘাত পাওয়া শিশুর দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করে আনন্দ উপভোগ করে। এই ধরনের ছড়ার রূপটি নিম্নরূপ:

ঈশ বিশ খাঁকড়া বিষ্

সকালে উঠে নিজের কাঁচা গু'য়ে হাত দিস্!

—এ ছড়াতে কেবল আনন্দ লাভের যে চেষ্টা হয়েছে একথা যেমন সত্য তেমনি শিশুমনের আনন্দলাভের পাশাপাশি এ সমাজজীবনের প্রতীকি রূপটিও আমরা এখানে প্রকটিত হতে দেখি। এ জনজীবনে রোগব্যাধির কালে ডাক্তার কিংবা বৈদ্যের চেয়ে 'ওঝা' (ঝাড়ফুঁক যাঁরা করে) আদির উপর বিশ্বাস যে এককালে উৎকট রূপে বিদ্যমান ছিল যা এখনও অল্পস্বল্প (গ্রামাঞ্চলে রোগব্যাধি হলে আজও কিন্তু ডাক্তার কিংবা ঔষধ পথ্যের পূর্বে ঝাড়ফুঁক-এর প্রতি প্রাথমিক আসক্তিটুকু বর্তমান থাকতে দেখা যায়।) রয়ে গেছে। শিশুদের খেলাধুলা সংক্রান্ত ছড়ার মাধ্যমে এ জনগোষ্ঠীর প্রচলিত রীতির কিংবা বিশ্বাসের প্রসঙ্গটিও আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত হতে দেখা যায়।

নিতান্ত আনন্দলাভের জন্যই ছেলেদের দল কখনও বলতে থাকে—'কেউ বল্ তো হু তাড়াতাড়ি করে কে বলতে পারবি'—'বাবলা গাছে বাগ ঝুলচে'—এভাবে দেখা যায় যে দ্রুত উচ্চারণে 'বাগ' (শব্দ বিকৃতির ফলে এমনটি হয়েছে। 'বাগ' অর্থাৎ বাঘকে বোঝানো হয়েছে।) শব্দটি 'বাপ' রূপে উচ্চারিত হয় এবং এমনটা হতে দেখে শিশুরা আনন্দ উপভোগ করেছে। এমনভাবে আনন্দলাভের প্রয়াস আমরা আমাদের সমবয়সীদের সাথে সম্মিলিতভাবে কখনই করতে পারি না--- সুতরাং বলা যেতে পারে যে আনন্দ পাওয়া সহজখানি কথা নয়, শিশুমনের অধিকারী না হতে পারলে 'বিশুদ্ধ আনন্দ' লাভ করা যায় না। আমরা আনন্দ লাভ করি ঠিকই কিন্তু তা পরিমাপ করে—লাভ বা ক্ষতি বিচার করে; একেবারে শিশুর রাজ্যে অবগাহন করতে হবে।

শিশুরা দলগতভাবে খেলাধুলা করতে ভালোবাসে। এভাবে খেলা চলাকালীন সচেতনভাবেই ছেলের দল আনন্দলাভের প্রয়াস করে। ছড়া বলতে বলতে অসাধারণ ভঙ্গিতে খেলার ভাবটি এখানে ফুটে ওঠে। ছড়াটি ব্যক্ত হয় প্রশ্নের সুরে—

একটা কথা শুনবি!
কী কথা?
ব্যাঙলতা।
কী ব্যাঙ?
টুরি ব্যাঙ।
কী টুরি?
বামুন বুড়ি।
কী বামুন?
চন্ডী বামুন।
কী চন্ডী?

পিঠা গন্ডি
কী পিঠা?
তাল পিঠা।
কী তাল?
ক্ষেজুর তাল।
কী ক্ষেজুর?
পাখ মেজুর।
কী পাখ?
সোনাপাখ্।
কী সোনা?
'গু' খানা।।

খেলাধুলা সংক্রান্ত এ ছড়ার মধ্যে এক নতুন শিল্পরূপ পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। উক্ত ছড়ায় বাঙ্লতা থেকে টুরিব্যাঙ, বামন থেকে চন্ডীবামন, তাল পিঠা থেকে খেজুর তাল অর্থাৎ মিষ্ট তাল, সোনাপাখ থেকে 'গু'খানা পর্যন্ত যে যাত্রার চিত্র দেখা যায় তা এক অপূর্ব সৃষ্টি। শিশুমন যে এক নিমেষে কোথা থেকে কোথা ছুটে চলে উক্ত ছড়া তারই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। ঘুমপাড়ানি ও খেলাধুলা সংক্রান্ত অসংখ্য ছড়া এ অঞ্চলের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। আনুষ্ঠানিক, মন্ত্র-তন্ত্রমূলক ছড়াও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়---যেগুলিতে এক বিচিত্র রস পরিবেশিত হয়েছে। এই সমস্ত ছড়াগুলি লোকসাহিত্যের এক অপূর্ব সম্পদ যেখানে আমরা শিশু-মনস্তত্ত্বের ভরপুর খোরাক লাভ করি।

খেলার ছড়াগুলির মধ্যে আমরা বাঙালি ও চা-জনজাতি মানসিকতার একটি পার্থক্য লক্ষ করে থাকি। পরিবেশ ও মানসিকতার পার্থক্যের ক্ষেত্রে যে একটা বিশেষ প্রভাব ফেলে শিশুদের খেলাধুলা সংক্রান্ত একটি ছড়াতে আমরা সেই পার্থক্যটি অনুধাবন করতে পারি। এখানে গ্রাম্য অঞ্চলে (বাঙালি) ছেলেমেয়েদের খেলার সময় এদের কণ্ঠে যখন আমরা শুনি---

ইটি মিটি শ্যাম সিটি
রাজার বউ রানি
চান (স্নান) করো গো মামি
মামা আইল ঘামিয়া
ছাতি ধর নামিয়া

ছাতির উপর গামছা
দেখো মামির তাম্‌শা
বড় মামিয়ে পাক করে
ছোট মামিয়ে খাইন (খায়)
মেজ মামিয়ে গাল ফুলাইয়া
বাপের বাড়ি যাইন (যায়)
বাপের বাড়ি যাইতে যাইতে
পথে পাইল শাড়ি
সেই শাড়ি 'পিইন্ধ্যা' গেল
জগন্নাথের বাড়ি
জগন্নাথ জগন্নাথ
কী পূজা করো
সব্‌রি কলা ভোগ দিয়া
নমস্কার করো।।

বলতে আপত্তি নেই—এই ছড়ার মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে বাঙালি জনজীবনের কাছে রাজার বউ যে রানি হয়, বড়, ছোটো ও মধ্যমের মধ্যে যে পার্থক্য থাকে এই সমস্ত পারিবারিক দিকগুলি প্রসঙ্গে অবগতির শেষ নেই। অন্যদিকে চা-জনজীবনে খেলার ছড়ার মধ্যে আমরা সে ধরনের কিছু দেখতে পাই না। কারণ এই জনজাতির লোকজন—রাজারানির কল্পনা করতে পারে না দারিদ্রক্লিষ্ট জনজীবনে তাই খেলার ছড়ার মধ্যেও সেই দিকটির ছবিই ফুটে উঠতে দেখা যায়—কেননা যখন আমরা শুনি—

ঝিম্ ঝিমাইল ঝিমাইল
মা'য়ে বেটি খাইল
হাম্‌কে নাই দিল
চালে আছে চাল কুম্‌ড়া
সব্‌জি ঘরের ঘি
আলু বাইগন কাঁচকলা
ডুমর ভাজেছি...
হামি কী মন্দ রান্ধেছি
ছিঃ থু! ছিঃ থুঃ!...

—এই বলে যখন ছড়া শেষে ছেলেদের দল ছোঁয়াছুঁয়ি খেলায়, তখন আনন্দ

উপভোগ আমরা করি ঠিকই কিন্তু ছড়ার মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু কোথাও 'সব্‌রিকলা' ভোগ-এর মতো রাজসিক ব্যাপারটা কিন্তু দেখতে পাই না, উল্লেখ্য যে, দৈন্যপীড়িত জীবনের ছবি যেমন এখানে বর্ণিত তেমনি বলা যায়, কাজের শেষে হাড়খাটুনি পরিশ্রম করে বাড়িতে ফিরে এসে সন্ধ্যাবেলায় রান্না চড়ালে যে পরিশ্রান্ত শরীর এমনিতেই নিদ্রার টানে ঝিমুবে এমনটাই স্বাভাবিক; বাস্তবিক এই দিকটিও কিন্তু আমাদের কাছে অনায়াসে ধরা দেয়। এখানে কিন্তু উপরে উল্লিখিত ছড়াতে— 'মেজমামির' মতো সম্ভ্রান্ত বনিবনা— পরিবারের রমণীর রাগ করে বা অভিমান বশত বেড়িয়ে যাওয়ার চিন্তাকে স্থান দেওয়া যাচ্ছে না; বিষয়টি আরেকটু স্পষ্ট হয় যদি আমরা আরেকটি ছড়া তুলে ধরি— খেলার সময় ব্যবহৃত এ অঞ্চলের চা-জনজাতির ছেলেমেয়েদের কণ্ঠে উচ্চারিত ছড়াটি হল—

উড়কি বুড়কি তেতোয়ালি
সন্‌জা হল খানা দে...

—এই বলে বলে ৫-৭ জন ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের দল অর্থাৎ শিশুর দল হাত ধরাধরি করে বৃত্তাকারভাবে ঘুরে ঘুরে কোনো এক খেলার সঙ্গীকে 'বুড়ি' সাজিয়ে রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় প্রদক্ষিণ করতে করতে উক্ত ছড়াটি বলে। খেলার বিষয় যা-ই হোক না কেন, এখানে কিন্তু আবারও আমাদের নজর দিতে হয় দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে যেখানে বলা হয়েছে—'সন্‌জা হলো খানা দে।'—অর্থাৎ আমরা জানি চা-বাগানগুলিতে সন্ধ্যাবেলার পর মা, কাকি, মামি, বৌদি, বোনেরা কাজ থেকে ফেরার পর যে রান্না-বান্না করে বা বাড়িতে থাকা বড় মেয়েটি বা ছেলেটি রান্না করে রাখে এবং সন্ধ্যার পর খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ে—বাস্তব এই দিকটি এখানে আমরা ছড়ার ছত্রে উপলব্ধি করতে পারি। পরিশ্রমী এই লোকজন তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে এবং সকালে আবার খুব ভোরে উঠে পড়ে কাজের চাপের তাড়নায়হু ইংরেজিতে একটি পদ রয়েছে যে—'Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise,' এখানে এ জনগোষ্ঠীর লোকেদের আমরা কিন্তু তেমনটি আর বাস্তবে দেখতে পাই না, এঁরা কিন্তু 'healthy,' 'wealthy', এবং wise (বর্তমানে যদিও হাতেগোনা কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে) কোনোটিই আর আয়ত্ব করতে পারেনি। 'ছেঁড়া তার' নাটকের 'রহিমের মতো এদের মুখে শুনি—'খাইটতে জীবন গেলো'।

শিশুর বিকাশ বা শিশুর মনোজগত—'যে পরিবেশে' সেই শিশু বাস করছে তার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে, একথা বলতে আমাদের কোনো দ্বিধা থাকে না। ছড়াগুলির মধ্য দিয়ে শিশুমনের চাওয়া-পাওয়া, বিশেষত সহজ-সরল এই সমস্ত শিশুদের আনন্দলাভের বিষয়টি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সার্বিক স্তরে প্রায় সব শিশুর ক্ষেত্রে এক হলেও সমাজ, পরিবেশের প্রভাব জনিত বিষয়টি কিন্তু গবেষকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না।

সময় শিশু ও সমাজ সব পরিবেশে বাস্তব; সংসার রূপী সাগরে চলার পথে এ তিনের প্রভাব আমাদের স্বীকার করে নিতেই হয়। আরেকটি ছড়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আমরা এখানে সমাজ পরিবেশের রূপটি তথা কাউকে ঠকিয়ে শিশুদের যে আনন্দ লাভের স্বাভাবিক প্রবণতা—এই বিষয়টি অনুধাবন করার চেষ্টা করি। প্রশ্নোত্তর পর্বের মধ্য দিয়ে ছড়াটি পরিবেশিত হতে দেখা যায়—

বুড়ি বুড়ি—কী খুঁজছি
(কাল্পনিক)— বুড়ি— সুঁই (সুঁচ) খুঁজছি
সুঁই— (সুঁচ) খুঁজে কী করবি
বুড়ি— কাঁথা সেলাই করবো
কাঁথা সেলাই করে কী করবি?
বুড়ি— বিচ্‌বো (বিক্রয় করবো)
বিচে কী করবি?
বুড়ি— গায় কিনবো
গায় কিনে কী করবি?
বুড়ি— দুদ খাবো (দুধ)
দুদের নামে মুত্‌ খা (দুধের)
দুদের নামে মুত্‌ খা...

—এই বলে যখন সবাই ছুটে পালাচ্ছে এবং সেই 'বুড়ি' যাকে পাচ্ছে তাকে ধরার চেষ্টা করছে এবং যে তার হাতে ধরা পড়ছে আবার তাকে সেভাবে করতে হচ্ছে—এটাই খেলার নিয়ম। খেলার নিয়মমতে যা করেই শিশুরা আনন্দলাভের চেষ্টা করুক না কেন, এখানে আমরা কিন্তু রাজারানির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতে দেখি না বা সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোনো রমণীদের মতো বলা বাহুল্য পূর্বে বাংলা ছড়াতে উল্লিখিত 'মামিদের-মামার ছাতি ধরা'র মতো প্রসঙ্গের উত্থাপন হতে না দেখে বরং সুঁচ-সুতা সহযোগে কাঁথা সেলাই এবং তা বিক্রয় করে গরু কিনে কোনোমতে দুধভাতটুকু খেয়ে কাটানোর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেতে দেখি যেমনভাবে ঈশ্বরী-পাটনি দারিদ্রক্লিষ্ট জীবনে দেবীর কাছে শুধু কামনা করেছিল—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।' কাজেই শিশু-মনস্তত্ত্বের আবিষ্কার যেমন ছড়ার মাধ্যমে আমরা করে থাকি এর পেছনে যে সমাজবাস্তবতার প্রভাবটুকুও যে ছড়াগুলির লালনে ও নির্মাণে কোথাও কোথাও বর্তমান, একথা আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। সমাজ বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে বলা ভালো, শিশুর মতো বাস্তব অবস্থানকে বাদ দিয়ে এ-ধরনের লোকসৃষ্টি সম্ভবপর নয় কখনও। এমনতর বিষয় সংক্রান্ত কাজ সত্যিই আনন্দদায়ক।

ছড়ার জগৎ তাই সর্বকালীন হয়ে অবস্থান করবে বইয়ের পাতায়, বাস্তবের ভূমিতে, জনমনের উর্বর ভূমিতে।

শেষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি'কে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণের কথাকেই স্মরণ করে শিশুর সেই আনন্দময় জগৎকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াসের এই নির্যাসকে আপাত রূপদান দেওয়ার প্রচেষ্টার সূচনার মধ্যদিয়ে ইতিহাস অনুসন্ধানের পথের অনুগামী হয়ে বিশ্বকবির আহ্বানকেই আবার স্মরণ করে বলি যেন—'শিশু হবার ভরসা আবার / জাগুক আমার প্রাণে, (শিশুর জীবন; শিশু ভোলানাথ)—কারণ এখানেই আছে, সীমাহীন আনন্দ যা পরিণত বয়সের পর্বে আমরা সকলেই হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হই। কাজেই এভাবেই লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলির মধ্যে আমাদের 'শিশু হবার ভরসা' পুনরায় উজ্জীবিত হোক. এই উপাদানগুলি চিরকালই বেঁচে থাকুক শিশুর খেলাধুলার মধ্যদিয়ে এবং এভাবে সকলকে রসাস্বাদিত করুক এমনটাই আশা রাখি এবং সাথে এমনটাও আশা করি বিশ্বায়নের করালগ্রাস যাতে এতে বিশেষ হস্তক্ষেপ না করে যদিও অনেকটাই গ্রাসমান হয়ে গেছে। তবু শিশুদের মতোই পুরো এনার্জি নিয়ে বলতে পারি 'শেষ কথা কেউ বলতে পারবে না' কেননা আমরা জানি 'শেষ বলে কিছু নেই'—পুনরায় কবিকে স্মরণ করে বলতে হয় 'শেষ যে নেই' তাই—'শেষ কথা কে বলবে?'—শিশু যেমন চিরন্তন ও বাস্তব লোক উপাদানগুলিও তেমনি চিরন্তন ও বাস্তব। কাজেই পরিশেষে আবারও আমাদের কবির কথাকেই স্মরণ করে বলতে ইচ্ছে হয়—

'বাল্য দিয়ে যে জীবনের
আরম্ভ হয় দিন
বাল্যে আবার হোক না তাহা সারা।'
(শিশুর জীবন; শিশু ভোলানাথ)

—কারণ এতেই আছে সীমাহীন আনন্দ। আজকের জগৎ যার প্রতীক্ষায় রত সারাক্ষণ!

তথ্যসূত্র

১. সনৎ কুমার কৈরী : 'কাছাড়ের নানা ইতিহাস', পূজা পাব্লিকেশন শিলচর, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর. ২০১৩ ইং, পৃ. ১৭
২. ২৩৭-টি গার্ডেন : 'চা-শিল্প ও চা-শ্রমিক ইউনিয়নের ইতিহাস' : সনৎ কুমার কৈরী, ইন্ডিয়া অফসেট প্রিন্টার্স, শিলচর, প্রথম প্রকাশ, ২০১০ ইং, পৃ. ৪৭-৫৩
৩. এই তথ্যটি কাছাড় চা-শ্রমিক ইউনিয়ন, শিলচর কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে প্রদান করা হয়েছে।

৪. মনোজ জৈন (সম্পা) : 'শিশু বিকাশ ও শিক্ষণতত্ত্ব'— সংক্রান্ত আলোচনা— 'সহায়ক হাতপুঁথি শিক্ষকের যোগ্যতা নিরূপক পরীক্ষা', আসাম, জি.বি.ডি. পাবলিশার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৩ ইং পৃ. A1-A-3
৫. ড° রমাপ্রসাদ বিশ্বাস : 'বরাক উপত্যকায় চা-শ্রমিকের সাংস্কৃতিক পরিসর' সৃজন গ্রাফিক্স অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস, শিলচর, শ্রাবণ, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪-৬
৬. প্রণবকুমার গিরি (সম্পা) : 'বাংলার ছড়াঃ ছড়ার বাংলা', 'ঘুমপাড়ানি ছড়া : শিশুমনস্তত্ত্বের প্রেক্ষিতে' (প্রবন্ধ) ড° সৌগত চট্টোপাধ্যায়; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৮ ইং, পৃ. ৩১

সহায়ক গ্রন্থ

১. বসু, ড° শিবতপন : 'বরাক উপত্যকার মাটি ও মানুষ' (১ম খন্ড) সানগ্রাফিক্স, শিলচর, আসাম, প্রকাশক/প্রকাশিকা- গৌরী বসু, প্রথম প্রকাশ, ২০০০ ইং
২. ইসলাম, ড° মযহারুল : 'ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন পাঠন', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশক- অবসর প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১২ ইং
৩. বিশ্বাস, সুফল : 'লোকমনন : লোকসাহিত্য', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রকাশক, দেবাশিস ভট্টাচার্য, প্রথম প্রকাশ রথযাত্রা ২০১৪ ইং
৪. চট্টোপাধ্যায়, ড° সৌগত (সম্পা) : 'বাংলার ছড়াঃ ছড়ার বাংলা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রকাশক- দেবাশিষ ভট্টাচার্য, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০৮ ইং
৫. বিশ্বাস, ড° রমাপ্রসাদ 'বরাক উপত্যকার চা-শ্রমিকের সাংস্কৃতিক পরিসর', সৃজন গ্রাফিক্স অ্যান্ড পাব্লিসিং হাউস, শিলচর, আসাম, শ্রাবণ, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ
৬. কৈরী, সনৎকুমার : 'চা-শিল্প ও চা-শ্রমিক ইউনিয়নের ইতিহাস', ইন্ডিয়া অফ্‌সেট প্রিন্টার্স, শিলচর, প্রকাশক- বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়ন, প্রথম প্রকাশ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ
৭. কৈরী, সনৎ কুমার : 'কাছাড়ের নানা ইতিহাস', পূজা পাব্লিকেশন, শিলচর, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ২০১৩ ইং
৮. পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব', দ্বিতীয় পত্র, বীতাবুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১১ ইং
৯. সহায়ক হাতপুঁথি 'শিক্ষকের যোগ্যতা নিরূপক পরীক্ষা', অসম, প্রথম প্রশ্নপত্র, জি.বি.ডি পাব্লিশার্স, প্রকাশ ২০১৩ ইং

আকর গ্রন্থ

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : 'শিশু ভোলানাথ', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, প্রকাশক- শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়, পুনর্মুদ্রণ, চৈত্র, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ
২. লাহিড়ী, তুলসী : 'ছেঁড়াতার', জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, সম্পাদক- ড° সনাতন গোস্বামী, প্রকাশ, ষষ্ঠ সংস্করণ, অক্টোবর ২০০৬ ইং।